দশম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা

সরকারি অর্থব্যবস্থা

অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী আলোচনা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। একটি দেশের জনসাধারণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সরকার কোন কোন খাতে কিভাবে কোন নীতিতে ব্যয় করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস সমূহ

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১.কর রাজস্ব

সরকার জনগনের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ আদায় করে কিন্তু তার বিনিময়ে জনগণ সরকার থেকে সরাসরি বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা আশা করতে পারে না তাকে কর রাজস্ব বলে। সরকারের কর রাজস্বের উৎস সমূহ হলো

- আয় ও মুনাফার উপর কর
- মূল্য সংযোজন কর
- আমদানি শুল্ক ও
- আবগারি শুল্ক
- সম্পূরক শুল্ক
- অন্যান্য কর ও শুল্ক ছ
- মাদক শুল্ক
- যানবাহন কর
- ভূমি উন্নয়ন কর
- নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প

২.কর বহির্ভূত রাজস্ব

সরকার কর ও শুল্ক কর ছাড়া আরও অনেক উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর বহির্ভূত রাজস্ব বলে।

সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎস সমূহ হলো

- লভ্যাংশ ও মুনাফা
- সুদ
- প্রশাসনিক জরিমানা ও বাজেয়াপ্তকরণ
- অর্থনৈতিক সেবা

- ভাড়া ও ইজারা
- টোল ও লেভি
- অ-বাণিজ্যক বিক্রয়
- রেলওয়ে
- ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাত সমূহ

- শিক্ষা ও প্রযুক্তি
- প্রতিরক্ষা
- জনপ্রশাসন ও নিরাপত্তা
- কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি গবেষণা
- জনস্বাস্থ্য
- সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
- পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান
- ঋণ ও সুদ পরিশোধ
- শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ
- পরিবেশ ও বন
- বিনোদন-সংস্কৃতি ও ধর্ম
- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

মূল্য সংযোজন কর

উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর বলে। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের এর অন্যতম উৎস হলো মূল্য সংযোজন কর। অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীলদেমের মতো বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়েছে।

আবগারি শুল্ক

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাম করার উদ্দেশ্যেও আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, ঔষধ, স্পিরিট প্রভৃতির ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

সম্পূরক শুল্ক

বিভিন্ন কারণে সরকার অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। যেমন- সিরামিক টাইলস এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক।

অর্থনৈতিক সেবা

সরকার তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বারা জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি আইনের আওতায় প্রাপ্ত ফিস, বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রেশন ফিস, বিমা আইনের আওতায় প্রাপ্ত ও সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফিস, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফিস ইত্যাদি।

আয় ও মুনাফার উপর কর

কোন ব্যক্তি ব্যক্তির বা কোম্পানির আয় এর উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফার উপর কর ধার্য করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

অসহায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, যেমন- বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী, বিধবা ভাতা, এসিডদগ্ধ নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে সৃষ্ট সামরিক বেকারত্ব নিরসন, তৈরি পোশাকশিল্পের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এবং বাস্তুহারা গৃহায়ন তহবিল, ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার এবং গরীব-দুস্থদের মাঝে রেশনিং কাজে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান

ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুই বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বল্পশিক্ষিত কর্মঠ ও বেকার যুবকদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নানারূপ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ

বাজেট

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ কে বাজেট বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাজেট বলতে আয় ও ব্যয়ের হিসাব কে বোঝায়। সরকারি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। বাজেটে সরকারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই থাকে না বরং আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাংলাদেশ বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিতে হয় এবং রাষ্টপতির সম্মতি নিয়ে সরকারের নির্ধারিত আয়-ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

বাজেটের প্রকারভেদ

সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেট কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়

১. চলতি বাজেট

যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগৃহীত হয় রাজস্ব কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব হতে। বাজেটের অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও দেশরক্ষার জন্য।

২. মূলধন বাজেট

সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বাজেট বা উন্নয়ন বাজেট বলে। বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে অর্থসংস্থান করে।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দিক থেকে বাজেটকে প্রথমত দুইভাগে ভাগ করা যায়

১. সুষম বাজেট

কোন নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে বলে সুষম বাজেট। এ বাজেটে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে। যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

সুষম বাজেট = মোট আয় - মোট ব্যয়= ০ হয়

অর্থাৎ মোট আয় = মোট ব্যয়

২. অসম বাজেট

কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের অসমতার দিক থেকে অসম বাজেট কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. উদ্বৃত্ত বাজেট

কোন আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি।

উদ্বৃত্ত বাজেট = মোট আয় - মোট ব্যয় > ০ হয় অর্থাৎ,মোট আয় > মোট ব্যয়

খ. ঘাটতি বাজেট

কোন আর্থিক বছরে সাধারনত সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটে ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনগণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে।

ঘাটতি বাজেট = মোট আয় - মোট ব্যয় < শূন্য হয়

অর্থাৎ মোট আয় < মোট ব্যয়

বাংলাদেশ সরকারের বাজেট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থিক বছর জুলাই থেকে জুন। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদের পরবর্তী বছরের বাজেট উপস্থাপন করে। আমাদের দেশে বাজেটকে সাধারণত দুইভাবে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। যথা-

ক. অ- উন্নয়ন বাজেট

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় তাকে ও উন্নয়ন বাজেট বলে।

খ. উন্নয়ন বাজেট

বাজেটের যে অংশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে উন্নয়নমূলক বাজেট বা মূলধন বাজেট বলে। বাজেটে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থসংস্থানের উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

সরকারি ব্যয় প্রয়োজন হয় কেন

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতে হয়। দেশের অভ্যন্তরের প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বিচারকার্য এবং জনগণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তাছাড়া বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাও সরকারের অন্যতম কর্তব্য। এসব কারণে সরকারি ব্যয় অত্যন্ত প্রয়োজন।

চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের মধ্যে পার্থক্য

ক. যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে। অপরদিকে, সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বাজেট বলে।

খ. চলতি বাজেটের উৎস হলো কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব।

অন্যদিকে, মূলধনী বাজেটের উৎস হলো সরকারি ঋণ ও রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্তি।

গ. চলতি বাজেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সরকারের প্রশাসন পরিচালনা।

অপরদিকে, মূলধন বাজেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি।

ঘ. চলতি বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো হলো শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রভৃতি।

অপরদিকে, মূলধন বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো হলো কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি।

ঙ. চলতি বাজেটে প্রতি বছর এ বাজেটে ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োহন হয়।

অন্যদিকে, মুলধন বাজেটে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌনঃপুনিক ব্যয় একবার মাত্র করতে হয়।

অ- উন্নয়ন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে পার্থক্য

ক. অ-উন্নয়ন বাজেট সরাসরি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

কিন্তু উন্নয়ন বাজেট সরাসরি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত।

খ. অ-উন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ থাকে না।

অপরপক্ষে, উন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে।

গ. অ-উন্নয়ন বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ রক্ষা ও দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

অন্যদিকে, উন্নয়ন বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

ঘ. অ-উন্নয়ন বাজেট প্রতি বছরের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়।

উন্নয়ন বাজেটে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌনঃপুনিক একবার মাত্র করতে হয়।

উদ্বৃত্ত বাজেট ঘাটতি বাজেটের মধ্যে পার্থক্য

ক. কোন আর্থিক বছরে সরকারের প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের চেয়ে মোট আয়ের পরিমাণ বেশি হয় তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

অন্যদিকে, কোন আর্থিক বছরে সরকারের প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের চেয়ে প্রত্যাশিত আয় যে বাজেটে কম থাকে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

খ. উদ্বৃত্ত বাজেট এর মাধ্যমে উৎপাদন খুব একটা বৃদ্ধি পায় না।

অপরদিকে, ঘাটতি বাজেট এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

গ. উদ্বৃত্ত বাজেট মন্দা অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কোন ভূমিকা রাখে না।

অপরদিকে, দেশের মন্দা অবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট ব্যবহৃত হয়।

ঘ. উদ্বৃত্ত বাজেট মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করতে পারে। অপরদিকে, ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকরী।

ঙ. প্রবৃদ্ধি অর্জনে উদ্বৃত্ত বাজেট তেমন ভূমিকা অর্জন করতে পারে না।

অপরদিকে, পরিকল্পিত ঘাটতি বাজেট প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

চ. উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত বাজেট খুব একটা কার্যকরী নয়।

অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য ঘাটতি বাজেট খুবই কার্যকরী।

সুষম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য

ক. কোন নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে।

অপরদিকে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে।

খ. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সুষম বাজেট সহায়ক।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অসম বাজেট খুব একটা সহায়ক নয়।

গ. উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূরীকরণ ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় সুষম বাজেট সহায়ক নয়। অন্যদিকে, অসম বাজেটে ঘাটতি বাজেট দ্বারা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলা সম্ভব।

ঘ. সুষম বাজেটে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। অপরদিকে, অসম বাজেট আয় বৈষম্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে পারে।

সুষম বাজেট = মোট আয় - মোট ব্যয়=০

অর্থাৎ মোট আয় = মোট ব্যয়

অপরপক্ষে,

অসম বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) > ০

অর্থাৎ মোট আয় > মোট ব্যয়

অথবা মোট আয় <মোট ব্যয়